**বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন ২০১৩**

**উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা, ১০ শ্রাবণ ১৪২০, ২৫ জুলাই ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

                        আসসালামু আলাইকুম।

চিরায়ত বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির এ মনোরম শ্রাবণ দিনে পবিত্র মাহে রমজানে ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন এর বার্ষিক সম্মিলনে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু এবং তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের প্রতিটি সদস্য সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন। আপনারা জনগণের কাছে সরকারের সেবা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করেন। দেশ ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই আপনাদের সততা, নিষ্ঠা ও কর্মতৎপরতার ওপর সরকারের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করে এই সার্ভিসের অনেক সদস্য শহীদ হয়েছেন। আমি তাঁদেরকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

সুধিমন্ডলী,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর পরই আপনাদেরকে সাথে নিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তখন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে কোন অর্থ ছিল না। খাদ্যগুদামগুলো ছিল খালি। শিল্প-কারখানা বন্ধ ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধের কারণেই জাতির পিতা দেশকে ধ্বংসস্তুপ থেকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। তিনি বন্ধ কল-কারখানাগুলো চালু করার পাশাপাশি কৃষি উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এর ফলে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছর থেকে শুরু হওয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদে গড়ে ৬ দশমিক ১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। এর পর বর্তমান সরকারের মেয়াদে আবার ৬ দশমিক ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

মাঝখানের সামরিক স্বৈরাচার সরকার ও বিএনপি-জামাত জোট দেশকে এগিয়ে নেয়ার পরিবর্তে নিজেদের উন্নতি নিশ্চিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ তৈরী করেছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা ২০০৯ সালে যখন সরকারে আসি তখন দেশে বিদ্যুতের জন্য হাহাকার ছিল। জিনিসপত্রের দাম ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে। ওয়াসা রমজান মাসেও পানি দিতে পারতো না। বাসা-বাড়ীতে গ্যাস থাকতো না। শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা উৎপাদন ও বাণিজ্য গুটিয়ে বসে ছিল। কৃষক ছিল দিশেহারা। কারণ সারের উচ্চমূল্য। ভাল বীজের অভাব। সেচের পানি নেই। আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছিল।

আমরা সরকারে এসেই সারের দাম কমিয়েছি। সেচের পানির ব্যবস্থা করেছি। উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে ফিরিয়ে এনেছি। জিনিসপত্রের দাম কমিয়েছি। দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নিয়েছি। গ্যাস উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছি। ভর্তুকির অর্থ সরাসরি কৃষকের হাতে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ করেছি। তাদেরকে কার্ড দেয়া হয়েছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও দেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।

দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। ২০১২ সালে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এসেছে। ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে। জনগণের আয়-রোজগার বেড়েছে। রপ্তানি আয় বেড়েছে। রেমিটেন্স সাড়ে ১৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে ৯৫০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচক ইতিবাচক ধারায় এগুচ্ছে।

আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করেছি। প্রকৃত ভাতাভোগীর হাতে ভাতা পৌঁছা নিশ্চিত করেছি। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালের ৪০ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশে নেমে এসেছে। এমডিজি'র অধিকাংশ লক্ষ্যই আমরা অর্জন করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গ্রাম পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি ও ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দিয়েছি।

দেশের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় তৎপর থাকতে হবে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে আপনাদেরকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।

নতুন প্রজন্মের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণকে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধারণ করে জনসেবায় মনোনিবেশ করার আহ্বান জানাচ্ছি। দেশের সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, তাদের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা দ্রুত ও সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে পৌঁছে দেওয়াই আপনাদের মূল কাজ। তা অর্জনে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে আপনারা কাজ করে যাবেন। ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বোতোভাবে সহায়তা করবেন - এ প্রত্যাশা করি।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়বো। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবো। সেই অর্জন নিয়ে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবো।

আমাদের এ বিশাল কর্মযজ্ঞে বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিটি সদস্যকে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানাই। আপনাদের সবার মঙ্গল কামনা করি।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।